: বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা :
(আদি যুগ)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে সময়ে এদেশে কায়েম হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল সেই সময়ের অনেক আগে থেকেই আমাদের জাতীয় জীবনের নানা স্তরে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা এক চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। বছরের পর বছর এক অস্বাস্থ্যকর দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে আমরা কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিলাম। এহেন অবস্থা আমাদের দেশের জ্ঞান - বিজ্ঞানের চর্চাকে আঘাত হেনেছিল প্রচন্ডভাবে। এমনকি সাহিত্য চর্চার প্রবণতা, যা আমাদের রক্তেরও এক বিশেষ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে তাও ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কালে দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষা - ব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ থেকে দীর্ঘদিন আমরা বঞ্চিত ছিলাম। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার যে ইতিহাস তা নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যমন্ডিত। জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমাদের দেশ এক সময় প্রভূত উন্নতি করেছিল। এই উন্নতির জন্যই প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদেশ থেকেও ছাত্ররা আসত এইসব বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য। বিশেষ করে আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসা বিদ্যায় আমাদের দেশের পন্ডিতেরা যে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তার তুলনা শুধু সেকালে নয় একালেও বিরল। তবে অন্য কোন বিকল্পের অভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে তথা

বাংলাদেশে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা আবহমান কাল ধরে চর্চিত হত একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। অথচ বাংলা ভাষার সৃষ্টির পর যখন তা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন করল তখনই রাজনৈতিক ও সামাজিক টানা পোড়েনে সমগ্র জাতীয় জীবনে নেমে এল অবক্ষয়ের এক চরম অভিশাপ। তবু সুখের কথা এই যে, এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করেও কিছু দূরদর্শী বঙ্গ সন্তান ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার একটি ধারাকে প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের সেই সৎ প্রচেষ্টার নিদর্শন কয়েকটি বাংলা পুঁথি কালের আক্রমণকে প্রাণপণে প্রতিহত করে আজও আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

'ডাকচরিত্র' (সর্বশেষ লিপিকাল ১০০০ বঙ্গাব্দ) নামক একটি অতি প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে বিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক ইঙ্গিত মেলে। তবে শিশুপালন, ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা প্রভৃতির সামান্য কিছু আলোচনা সম্বলিত এই পুঁথিটিকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক পুঁথি হিসেবে গণ্য করা যায় না। অনুসন্ধানে যতটুকু জানা যায় তাতে করে 'কবিরাজী গাতড়া' নামক একটি পুঁথিকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার আদি নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই পুঁথিটির পরবর্তী কালে রচিত বিজ্ঞান চর্চার নিদর্শন হিসেবে 'জারণ - মারণ - বিধি' (১১৭২ বঙ্গাব্দ), 'চিকিৎসা গ্রন্থ' (১১৯২ বঙ্গাব্দ) 'বৈদ্যকগ্রন্থ' (১২২৬ বঙ্গাব্দ), 'চিকিৎসা দর্পণ' (১২৪৪ বঙ্গাব্দ), 'রোগ - বিবরণ' (১২৫৩ বঙ্গাব্দ), 'নিদান', 'ঔষধি প্রকরণ', 'রোগলক্ষণ' সহ কয়েকটি নামহীন পুঁথি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এইসব পুঁথিতে ব্যবহৃত ভাষা বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপের বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিশেষভাবে সংরক্ষিত হওয়ারও দাবিদার। আলোচ্য প্রতিটি পুঁথিই বঙ্গীয় সাহিত্য বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে এখনও রক্ষিত আছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই অধ্যায়ে উপরোক্ত পুঁথিগুলি থেকে যে সব অংশ উদ্ধৃত হয়েছে পাঠের সুবিধার জন্য তার 'সহজ পাঠ' সংযোজিত হচ্ছে। মূল পুঁথিতে এই 'সহজ পাঠ' দেওয়া নেই)।

'কবিরাজী পাতড়া' :

বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে কবিরাজী পাতড়া নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রায় তিনশ বছর আগে রচিত (সূত্র : বাংলা পুঁথির বিবরণ । নগেন্দ্র নাথ বসু । সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা । ষষ্ঠ বর্ষ - ১ম সংখ্যা) এই পুঁথিটিতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা হয়েছিল। বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সমূহের নাম ও প্রস্তুত প্রণালী জরাজীর্ণ ও কীটদষ্ট এই পুঁথিটিতে লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে আলোচ্য পুঁথিটির বহু পত্রই হারিয়ে গিয়েছে।

জারণ মারণ বিধি :

১১৭২ বঙ্গাব্দের ২৯ শে পৌষ শুক্রবারে রচিত আটটি পত্র বিশিষ্ট 'জারণ - মারণ বিধি' নামক একটি পুঁথি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ। শুধু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানেই নয়, রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বও এই পুঁথিটিতে আলোচিত হয়েছে। তাই এই পুঁথিটি বাংলা ভাষায় রসায়ন বিদ্যাচর্চার আদিম তম নিদর্শন হিসাবেও পরিগণিত হতে পারে। এই পুঁথিতে অভ্র, স্বর্ণ, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক [illegible] হরিতাল (ORPIMENT) লৌহ, তাম্র, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতু সহ পারা ও গন্ধকের শোধন জারণ - মারণের পদ্ধতি এবং রোগ নিরাময়ের জন্য এই সব দ্রব্য কোন অনুপাতে মিশ্রিত করে কত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'জারণ মারণ বিধি'র দ্বিতীয় পত্রে সীসা (LEAD) ধাতুর মারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে ---' সীসা আনিআ রাপবপ্রায শোধন করিআ - - - - - - - - - গাছের:রশদিআ: জালদিরেক : লোহাবহাতাদিআঘসীরেক জারৎ সুন্দরঃ প্রায় হয়। এমৎ হইলে শুদ্ধ হয় ।.। [সহজপাঠ - । সিসা আনিয়া রূপার প্রায় শোধন করিয়া ...... গাছের রস দিয়া জাল

শুদ্ধ

দিবেক । লোহার হাতা দিয়া ঘসিবেক যাবৎ সিন্দুর প্রায় হয়। এমৎ হইলে, হয়।

লৌহ ও তাম্রের জারণ - মারণ সম্পর্কে এই পুঁথিরই ৬ ও ৭ পত্রে যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার থেকে কিছু অংশ নিয়ে উধৃত করা হচ্ছে।

'অথ লৌহ মারন । - - - - - - - - পাত করিবেক : তিল তৈল : তক্রং : গোমত্র : শম্বরাখি : গোমত্র : শাক্রংচ : অর্কদুগ্ধ : তেতনী ৭ এইশাতদ্রব্যবশে ৭ সাতবার পোড় : ইতি শোধন ॥০॥ মারণ ০ ॥ মনিছাল : স্বর্ণমাক্ষীক : শালক্রংচ এই তিন দ্রব্য নেহেপ্রলেদিরে : খয়ের কাষ্ঠের অঙ্গাঁরে পোড়ারে : ত্রিফলাকাথে ডুরারে : ছানিয়ানবে জারৎ লৌহক্ষয়হয় : তারৎ পুনপুন এইরূপকরিবেক। পরেশেইকথজালদিয়া ঘন করিবে : প্রতিপুটে কাপড় ছাকাবন্ন করিরে : ইতি ।০। প্রকারন্তে লৌহমারণ ।০। লৌহ আগুতেপোড়ারে : তিলতৈল : গোমত্র : তক্রং : কাঞ্জি : কলত্যকাথ : অর্কদগ্ধ : তেতনী ৭ এই শাতদারো: শাতবার : একেক পোড়ে : একেকবার : এই ক্রমে ৭ বার । তারপরে : কালকাষন্দাবশে : ৩ পুট : ইতি লৌহমারণ । অথ তাম্র মারণ তৈলে : ৭ শাতবার শোধন গোমাত্র ৭ শাতবার তারপরেতে তৈলে ভিজিয়া রাখিবে ১ যেকদিবস। তারপর : পারা ১ একগুণ : গন্ধক দিগুণ দিয়া কজ্জলী করিরে। জাম্বিরের রশে মর্দ্দন করিরেক : তাম্রপত্রেলাগারেক তারপর : একটি দনিআতে পরিরেক : উপরেমথ বন্ধ করিরেক। বজ্রমুদ্রা করিরেক গজপুট দিরেরপ ইতি তাম্রজারন ।•।'

সহজপাঠ (১) : । পাত করিবেক । তিলতৈল , তক্র, গোমূত্র, মঞ্জিরকাথ, শক্রংচ অর্কদুগ্ধ, তেতীনীএই সাত দ্রব্যের রসে সাতবার পোড় দিলে শোধিত হইবে। - - - - - - (লোহারপাতে ?) মনিছাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শালাক্র এই তিন দ্রব্যের প্রলেপ দেবে। খয়ের কাঠের অঙ্গাঁরে পোড়াইবে। (চূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত) ঐ কাথ জালদিয়া ঘন করিবে এবং ত্রিফলার কাথে ডোবাইবে ও বারবার আঘাত করিবে। প্রয়োজনে ঐ কাথ জালদিয়া ঘন করিবে এবং সেই কাথ কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহার দ্বারা (লৌহকে ?) পুট দিবে।

সহজ পাঠ (২) : । প্রকারন্তরে লৌহমারণ : – লোহা আগুনে পোড়াইবে একে বার বার করিয়া গরম করিবে এবং তিলতেল, গোমূত্র, তক্র, কাঁজি, ফুলখকলাইএর কাথ, অর্কদুগ্ধ, ভেতনী ত্রই সাত দ্রব্যে এক একবার ডোবাইবে। এইভাবে লোহা শোধিত হইবে। - - - - - - - - - - - - - - অথ তাম্রমারণ: সাতবার তেলে শোধন করিবে ও ৭ বার গোমূত্রে শোধন করিবে । তারপর একদিন তেলেতে ভিজাইয়া রাখিবে। তারপর একভাগ পারা ও দুই ভাগ গন্ধক দিয়া কজ্জলি করিবে ও সেই কজ্জলি জাম্বিরের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ওই দ্রব্যটি তামার পাত্রে লাগাইয়ে ও দানিয়াতে পুরিবে। উপরের মুখ বন্ধ করিয়া বস্ত্রমুদ্রায় গর্তপুটে পাক করিবে। ।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে 'রসরত্নসমুচ্চয়' ,' রসেন্দ্রসারসংগ্রহ' প্রভৃতি প্রামাণিক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থতে বিভিন্ন ধাতু ও রাসয়নিক পদার্থ শোধন করার তথা ঔষধ রূপে ব্যবহার করার যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে সেই পদ্ধতি সহজ ভাবে বিশ্লেষণ করার জন্যই এই পুঁথিটি রচিত হয়েছিল।

চিকিৎসা শাস্ত্র :

বাংলা ভাষায় রসায়ন বিদ্যা তথা চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়' চিকিৎসা শাস্ত্র' নামক একটি পুঁথির পাতায়। ১১১২ বঙ্গাব্দে রচিত এই পুঁথিটির মাত্র ১ - ৩৬ সংখ্যক পত্র বর্তমানে অবশিষ্ট আছে। বাকি অংশ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবে যতটুকু আছে ততটুকুর মূল্য ও অপরিসীম। কেননা এই খন্ডিত অংশ থেকেই স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে এই পুঁথির রচয়িতা বাংলা ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করতে কি অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই পুঁথির পাতায় পাতায় বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী ও প্রয়োগ মাত্রা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এইসব ঔষধ নির্মাণে যে সব দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলিই রাসায়নিক পদার্থ । 'চিকিৎসা শাস্ত্র' রচনা শৈলীর কিছু উদাহরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

'অথ আনন্দ ভৈরবরস : পারা : গন্ধক : মিঠা : হিঙ্গুল : হরিতাল : আফিঙ্গ : সোহাগা : বদবিরিজ : আমলকি : ইন্দজব : বেলসুঠা : কুটজ : মরিচ : পিপলি : আকনাদি মূল : বিজয়াপত্র : সমভাগে নেমুবরসে ৪ প্রহর ভাবনা : বটি ২ রতি : মধু দিঞা খাবেক : . . . . . . ত্রিদোষঅতিসারনাশক । - ।"
(পত্র সংখ্যা - ৩২)

<u>চিকিৎসা - দর্পণ :</u>

জনৈক শিমন্ত (শ্রীমন্ত ?) কবিরাজ ১২৪৪ বঙ্গাব্দে ' চিকিৎসা - দর্পণ ' নামক একটি পুঁথি প্রণয়ন করেন। ৫ই বৈশাখ তারিখে (রবিবার) এই পুঁথিটির রচনা শেষ হয়। ১ - ২৬ সংখ্যক পত্র বিশিষ্ট ' চিকিৎসা - দর্পণ ' পুঁথিটিতে বিভিন্ন রোগ নিরাময় কারী আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী যথাযথ ভাবে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এইসব ঔষধের অধিকাংশই নানান রকম ধাতু এবং রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় । ' চিকিৎসা - দর্পণ '- এর ১৮ সংখ্যক পত্র থেকে গৃহীত 'স্বর্ণ - বঙ্গ - মোদক' নামক একটি আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্মাণ পদ্ধতি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

'স্বর্ণবঙ্গমদক : ত্রিকটুত্রিফলা : তেজপত্র এলাচি : নাগেশ্বর লবঙ্গ জায়ফল জাইত্রি ভূমিকুষ্মাণ্ড জমানি কাকড়াশৃঙ্গি জিরা সংতজিরা শোলফা অশ্বগন্ধা মেথি দ্রাক্ষা বংশলোচন গোলঞ্চ নাগকেশর পানিফল দাবচিনি পর্দ্দাকাষ্ঠ খেতজমানি দেবদারু চন্দন কপুর - - - - প্রতি ১ তোলা লোহবঙ্গঅভ্রবংপা শর্ল্লভস্ম এপা প্রতি ২ তোলা দশহলের মুত অর্দ্ধপ্রয়া মশলাব দ্বিগুণ চিনি মদক একতোলা প্রমাণ ইতি ।০।'

প্রসঙ্গত / উল্লেখ্য যে শ্রীমন্ত কবিরাজমশাই আলোচ্য পুঁথিটি বাংলা ভাষায় রচনা করলে/ও ক্ষেত্র বিশেষে কিছু সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করে এই রচনার প্রামানিকতা সম্পর্কে পাঠকদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছেন।

রোগ বিবরণ :

রামনাথ বৈদ্য বিরচিত ' রোগ বিবরণ ' নামক একটি পুঁথি বাংলা ভাষায় নাড়ী বিজ্ঞান চর্চার প্রথম নিদর্শন । এই পুঁথির রচনাকাল ১২৫৩ বঙ্গাব্দ । বাংলা পয়ারে রচিত , মাত্র ৩টি পত্র বিশিষ্ট এই পুঁথিটি অতি সাধারণ মানের। নাড়ী পরীক্ষা সহ রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি এই পুঁথিতে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। যেমন :

"বাতিকের ভাবে নাড়ি কহিত্র প্রকার
জলে জোক ডমিতে সর্প্প গমন প্রকার
একমত কহিতেন পিত্তের পিকিতি
কাক আর চটুই পক্ষ ইহাদের অতি। "

বৈদ্যক গ্রন্থ বা কবিরাজী পাতড়া :

বৈদক গ্রন্থ বা কবিরাজী পাতড়া শীর্ষনামাঙ্কিত পুঁথির সংখ্যা একাধিক। মূলতঃ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র তথা রোগনিরাময়কারী ঔষধ সমূহের নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্র আলোচনার জন্যে এই পুঁথিগুলি রচিত হয়। লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কর্তৃক প্রদত্ত এই ধরণের একটি পুঁথির রচনা কাল অজ্ঞাত এই পুঁথির ভাষার কিছু উদাহরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হ ল।

'জিরাদি মদক : নরর্ষ : খেতপাপড়া : বেনামূল : ধান্যা : বানা : পিপ্পলি : শুণ্ঠি : চিতামূল পতি ২ তোলা : জিরা সকলদ্রব্যেবসমান : চিনিদ্বিগুণ্ সকল একত্র করিযাপাক করিরেক : পশ্চাৎ ঘৃতমধুদিত্রপনামারেক ইতিজিকদিমদক । 'প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই পুঁথির স্থানে স্থানে কিছু সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতিও দেখা যায়।

ঔষধিপ্রকরণ :

বাংলা ভাষায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা - বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ' ঔষধিপ্রকরণ ' নামক পুঁথিটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশাল এই পুঁথিটিতে আয়ুর্বেদের বিভিন্ন

তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে এই পুঁথির অধিকাংশই পত্রই হারিয়ে গিয়েছে। আলোচ্য পুঁথির ৬৭ সংখ্যক পত্র থেকে রচনাশৈলীর কিছু উদাহরণ এখানে সন্নিবিষ্ট হচ্ছে । ' বাবুহর্তু নামরপাতাচারমত পরমজলেচাদানেভিজাইযাচারজলেরমত ঐজল আদাপায়াআন্নাদাজ দুইসন্ধ্যাখাইবেকএমত দুইতিনদিবসখাইলেজবাভালহয় । ৩৮৮। ঘৃত একছটাক . . . আদাতানফাটকারদরার আনা ভূঙ্গরাজের পাতাররস ১।• সওয়াতোলা – তুতিযানদুইআনা এইসকল একত্র কবিযা অগ্নিতেপাক করিয়া ঘৃততে আরমেশাকেইহাতে খাও চুলকনা পচুয়াখামাচপরামরযাস্থেভাল হয়। "

[সহজপাঠ : । বাবুহর্তু নামক পাতা চারমত পরমজলে চাদানে ভিজাইয়া চারজলের মত ঐ জল আধাপোয়াআন্দাজ দুই সন্ধ্যা খাইবে। এমত দুইতিনদিবস খাইলে জ্বর ভালো হয় । ৩৮৮। আদাতোলা ফটকিরি বার আনা ভূঙ্গরাজের পাতার রস সওয়াআনা তুতিয়া এই সকল একত্র করিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া ঘৃততে মেশাবেক ইহাতে যা ও চুলকনা, পাঁচড়া, খামাচ পরখির যা আস্তে ভালো হয়।] সমস্ত পত্র না থাকার জন্যে আলোচ্য পুঁথির রচনাকাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

নিদান :

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মাধব কর রচিত ' নিদান ' - এর মূল্য অপরিসীম। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই ' নিদানে ' বিভিন্ন রোগের উৎপত্তির কারণ এবং লক্ষণ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। জনৈক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক এই মূল্যবান রচনাটি সম্পূর্ণভাবে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য এক প্রসংশনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু কালের করাল দংষ্ট্রা এহেন প্রচেষ্টার নিদর্শন ' নিদান ' নামক বাংলা পুঁথিটির একটি বিরাট অংশকে অনেক আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে। আপাততঃ আলোচ্য পুঁথির ১০ - ১৪, ১৬, ১৭ এবং ১৯ - ৩৪ সংখ্যক পত্র অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আজও অনেকেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হন বলেই বোধ হয় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার নিদর্শন রূপে এই পুঁথিগুলিকে এখনও তেমন ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কোন চেষ্টা করা হয় নি। তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার পেছনে কোন যুক্তি গ্রাহ্য কারণ আছে বলে মনে হয় না। কেননা ডঃ মুর, ডঃ হার্ণলে, ডঃ হার্শবার্গ সহ সমগ্র বিশ্বের বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানীই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে বিশ্বের অন্যতম উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। আর 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ফলিত বিজ্ঞান হিসাবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন:

"বহুবর্ষ পূর্ব্বে আমরা যখন বালক ছিলাম তখন ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের লেখায় পড়িতাম প্রাচীন কালের হিন্দু পণ্ডিতেরা কেবল মনস্তত্ত্ব লইয়া থাকিতেন। কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধান গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চাতেও প্রাচীন ভারত তদানীন্তন অন্যান্য সমস্ত দেশের অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিল। যখন সুশ্রুত, রসার্ণবতন্ত্র, রসরত্ন সমুচ্চয়*১ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাক্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সমূহের কথা পাঠ করি তখন মনে বড় ক্ষোভের উদ্রেক হয়। কি ছিল কি হইয়াছে। .....

"প্রায় দ্বিসহস্র (২০০০) বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলার সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবক 'কোমার ভৃত্য', আত্রেয় মুনির চরণোপান্তে উপবেশন করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ..... জীবক যে 'কোমার ভৃত্য' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন

****

*১ এই গ্রন্থগুলি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। এখানে যে পুঁথিগুলির কথা আলোচিত হয়েছে সেগুলিতে এই সব গ্রন্থের প্রভাব বিদ্যমান।

তা আয়ুর্বেদের অষ্ট শাখার অন্যতম সংস্কৃত "কৌমার ভৃত্য"*২ এর পালি অপভ্রংশ ।

"হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মুখপত্র 'নেচার' (Nature যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে 'আমরা যে সকল আবিষ্কার পাশ্চাত্য জাতিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিতাম এখন দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে । 'রসার্ণব তন্ত্র' প্রভৃতি পুস্তকে ঊর্ধ্বপাতন, অধঃপাতন, তির্যকপাতন, ধাতু নিষ্কাশন প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । ইংলণ্ড যখন যে পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচার করেন, বহুকাল পূর্বে ভারতের বৌদ্ধ মণ্ডলীর নিকটে তাহা সুপরিচিত ছিল ।"

* *

*২ [illegible] শিশু চিকিৎসা বিদ্যাকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে "কৌমার ভৃত্য" নামে অভিহিত করা হয় ।